জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা),৭-৯ কারওয়ান বাজার ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য-৫৫০১৩৭১৫, সচিব- ৫৫০১৩৭১৭
ই-মেইল :info@nhrc.org.bd.ওয়েব :www.nhrc.org.bd

স্মারক নং:- এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/সুয়োমোটো/০৫/১৯- তারিখ: ১৩/০১/২০১৯

বিষয়: তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবদেন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্বসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: ৪ ফর্দ।

১৩/১/১৯

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ফোনঃ ৫৫০১৩৭১৮(দপ্তর)

মাননীয় চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

❖ পটভূমিঃ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশে গঠিত তিন সদস্যর তথ্যানুসন্ধান কমিটি নোয়াখালী জেলার চর জব্বার থানার সুর্বন চরের পারুল বেগমের ধর্ষণ ও মারপিটের বিষয় তথ্যানুসন্ধান করতে ০২/০১/২০১৯ ইং তারিখে নোয়াখালী যায়। নোয়াখালীতে তথ্যানুসন্ধান কমিটি অবস্থান কালে ০২/০১/২০১৯ ইং তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী **রিয়াজুল হক** তথ্যানুসন্ধান কমিটির আহবায়ককে মোবাইলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগমগঞ্জ থানার একটি ভোট কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন কালে নিহত আনসার জনাব নূরুন্নবীর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করেন।

❖ অভিযোগ গ্রহণঃ

বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন (৩০/১২/২০১৮ইং) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার গোপালপুর ইউনিয়নের তোলাচাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থগিত ভোট কেন্দ্রে কর্তব্যরত আনসার সদস্য জনাব নূরুন্নবী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সংবাদটি সম্মানিত চেয়ারম্যান **কাজী রিয়াজুল হক** স্ব-প্রণোদিত (সুয়োমোটো) হয়ে অভিযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন।

❖ তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠনঃ

সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ০২/০১/২০১৯ ইং তারিখে নোয়াখালী-তে অবস্থানরত অবস্থায় পারুল বেগমের ধর্ষণ সংক্রান্ত গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটিকেই নিহত আনসার জনাব নুরুন্নবীর হত্যাকান্ড সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তথ্যানুসন্ধান কমিটি হিসাবে মনোনয়ন দেন।

❖ তথ্যানুসন্ধান কমিটির সদস্যরা হলেনঃ

ক। আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর..................আহবায়ক
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)

খ। মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন...................সদস্য
উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)

গ। সুস্মিতা পাইক.............................সদস্য
উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)

❖ তথ্যানুসন্ধানকালে বিবেচ্য বিষয়ঃ

নিহত আনসার নূরুন্নবী মৃত্যু কখন কোথায় কিভাবে এবং কেন হয়েছিল।

❖ তথ্যানুসন্ধানকালে গৃহীত কার্যক্রমঃ

তদন্তকালে তদন্ত কমিটি ১। জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ থানা ৩। মো: আরিফুর রহমান মাহমুদ, চেয়ারম্যান, ১নং আমানুল্লাহ্ পুর ইউনিয়ন ৪। আনসার এ্যাডজুডেন্ট, নোয়াখালী ৫। পুলিশ সুপার, নোয়াখালী ৬। ডাঃ সুচয়ন চৌধুরী, প্রিজাইডিং অফিসার, তোলাচাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ৭। মো: কামরুল হুদা, চেয়ারম্যান, ২নং গোপালপুর ইউনিয়ন

৮। মিজানুর রহমান, মেম্বার (২নং ওয়ার্ড), ২নং গোপালপুর ইউনিয়ন ৯। কাজী নজরুল ইসলাম (ফারুক), ২নং ওয়ার্ড, ২নং গোপালপুর ইউনিয়ন ১০। নাছিমা আক্তার, স্বামী-মৃত নুরুন্নবী ১১। মো: হাসান (মৃত আনসার নুরুন্নবীর ভাই) ১২। মো: বাবুল (মৃত আনসার নুরুন্নবীর শ্যালক-এর জবানবন্দী গ্রহণ করে) প্রকাশ্য ও গোপনে উপস্থিত ও আশেপাশের লোকজনকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে।

❖ সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনাঃ

গৃহীত ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, মৃত আনসার নুরুন্নবী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার ২নং গোপালপুর ইউনিয়নের তোলাচাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। দুপুরের দিকে ৩০/৪০ জন দুষ্কৃতিকারীর সংঘবদ্ধ দল গুলি করতে করতে ঐ ভোট কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসে। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী কর্মচারীগণ ও সাধারণ ভোটাররা প্রাণভয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের কক্ষে আশ্রয় নেয়। তখন নুরুন্নবী উক্ত কক্ষের দরজার বাইরের দিকের দুইটি কয়রা দু'হাত দিয়ে ধরে রেখে মানব-ঢাল তৈরী করে। দুষ্কৃতিকারীরা প্রিজাইডিং অফিসারের কক্ষে ঢুকার ক্ষেত্রে নুরুন্নবী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। তারা নুরুন্নবীকে প্রথমে সরে যেতে বলে এবং পরে মারপিট করে। কিন্তু এতেও নুরুন্নবী প্রিজাইডিং অফিসারের কক্ষের দরজার বাইরের দিকের কয়রা ছাড়ে না। দুষ্কৃতিকারীরা নুরুন্নবীকে গুলি করে। ইতিমধ্যে প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত লোকদের সাহায়তায় কক্ষের ভিতরে থাকা নতুন বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য বই দিয়ে দরজায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে এবং ভিতর থেকে দরজার খিল লাগিয়ে দেন। তিনি ষ্ট্রাইকিং ফোর্সকে খবর দেন এবং কক্ষের ভিতর থেকে পুলিশকে গুলি করার নির্দেশ দেন এমতাবস্থায়, দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। প্রিজাইডিং অফিসার দরজা খুলে আনসার নুরুন্নবীকে গুলিবিদ্ধ ও মৃমূর্ষ অবস্থায় পান। তিনি তাকে গোপালপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। সেখানকার কর্তব্যরত ডাক্তার নুরুন্নবীকে মৃত ঘোষনা করেন।

❖ মতামতঃ

জাতীয় একাদশ সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার ২নং গোপালপুর ইউনিয়নের তোলাচাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত সরঞ্জামাদী ছিনতাই ও ভোট গ্রহণ বানচালের উদ্দেশ্যে একদল দুষ্কৃতিকারী মানব-ঢাল হিসাবে নিজেকে ব্যবহার করা আনসার নুরুন্নবীকে গুলি করে হত্যা করে।

❖ সুপারিশঃ

১। দোষী ব্যক্তিদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

২। নিহত নুরুন্নবীর পরিবারের সদস্যদেরকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা ও তাদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগীতা প্রদান করা।

৩। নিহত নুরুন্নবীকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করা যেতে পারে।

(সুস্মিতা পাইক)
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন)
উপপরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন